

ফাসেক সিরিজ-৭

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুল

বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: পবিত্র কোরআনের বর্ণনা অনুসারে কারা ফাসেক

১. মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদের সাথে তাদের চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছিল। সেজন্য আল্লাহ তায়ালা সেই চুক্তি ছিনের ঘোষণা দিতে রাসূল (স:) নির্দেশ দিয়েছিলেন (সূরা তাওবা আয়াত ১ থেকে ৮)। এই মুশরিকদের অধিকাংশই ফাসেক।

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ

কি করে চুক্তি রক্ষা হবে, যদি অবস্থা এই হয় যে, তারা যদি তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে তাহলে তোমাদের আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা করবেনা এবং অঙ্গীকারেরও না। তারা তোমাদেরকে নিজেদের মুখের কথায় সন্তুষ্ট রাখে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ লোকই ফাসিক। (৯:৮)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: এই আয়াতের প্রথম শব্দ **كَيْفَ** অর্থ "কি করে থাকবে?"-চুক্তির শর্তের উপর কি করে থাকবে?

২. যারা আল্লাহর, রাসূল ও জিহাদের চাইতে পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন, উপার্জিত সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রিয় বাসস্থানকে বেশি প্রিয় মনে করে তারা ফাসিক। আল্লাহ ফাসিকদের সঠিক পথ দেখান না।

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اقتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

(হে নাবী!) তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভাইগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর ঐ সব ধন সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর ঐ ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা করছ অথবা ঐ গৃহসমূহ যেখানে অতি আনন্দে বসবাস করছ, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের চেয়ে এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে যদি (এই সব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় তাহলে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক যে পর্যন্ত আল্লাহ নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন। আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (৯:২৪)

Click here: <http://www.morningbrightness.fi/>

Click here: <https://www.youtube.com/@morningbrightness603>

৩. এর আগের এবং পরের অনেকগুলো আয়াতে (সূরা তাওবা ৪২ থেকে ৫৮ আয়াত) আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন। এই আয়াতে মুনাফিকদের বলা হচ্ছে তোমরা ইচ্ছায় ব্যয় (দান) করো কিংবা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা কবুল করা হবে না। কারণ তোমরা **ফাসিক গোষ্ঠী**।

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ كُفْرًا قَوْمًا فَاسِقِينَ

তুমি বলঃ তোমরা সন্তুষ্টির সাথে ব্যয় কর কিংবা অসন্তুষ্টির সাথে, তোমাদের পক্ষ থেকে তা কক্ষণই গৃহীত হবেনা; নিঃসন্দেহে তোমরা হচ্ছে আদেশ লংঘনকারী সম্প্রদায়। (৯:৫৩)

৪. নিশ্চয়ই মুনাফিকরা **ফাসিক**। তারা মন্দ কাজের আদেশ করে এবং ভালো কাজে নিষেধ করে। এবং (দান করা থেকে) তাদের হাত গুটিয়ে রাখে।

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

মুনাফিক পুরুষ এবং মুনাফিক নারীরা সবাই এক রকম, অসৎ কর্মের শিক্ষা দেয় এবং সৎ কাজ হতে বিরত রাখে, আর নিজেদের হাতসমূহকে (আল্লাহর পথে ব্যয় করা হতে) বন্ধ করে রাখে, তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন, নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা হচ্ছে অতি অবাধ্য। (৯:৬৭)

৫. তুমি (মুহাম্মদ (স:)) তাদের (মুনাফিকদের জন্য) সত্তর বার (৭০) ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ **ফাসিকদের** সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

(হে মুহাম্মাদ!) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর (উভয়ই সমান), যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেননা। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর এরূপ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেননা। (৯:৮০)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এর মৃত্যু হলে মহানবী (স:) তারা জানাজা সালাত পড়ান এবং তার জন্য দোয়া করেন। এ প্রসঙ্গে এই আয়াত ও ৮৪ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হয়। (নোট ৫৫৬ আল কুরআনুল করীম ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

Click here: <http://www.morningbrightness.fi/>

Click here: <https://www.youtube.com/@morningbrightness603>

৬. তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মরলে তুমি (মুহাম্মদ (স:)) তার জন্য (জানাযার) সালাত আদায় করবে না এবং তার কবরে দাঁড়াবে না। তারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি কুফরী করেছে। তাদের মরণ হয়েছে ফাসিক অবস্থায়।

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

আর ভবিষ্যতে তাদের (মুনাফিকদের) কোন লোক মারা গেলে তার (জানাযার) সালাত তুমি কখনই আদায় করবেনা এবং তাদের কবরের পাশে কখনও দাঁড়াবেনা। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেছে। (৯:৮৪)

৭. যে সমস্ত মুনাফিক তাবুক যুদ্ধে যায় নাই তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন। তারা তোমাদের কাছে হলফ করে, যাতে করে তোমরা তাদের প্রতি রাজি থাকো। তোমরা তাদের প্রতি রাজি হলেও আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়ের প্রতি রাজি হবেন না।

يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن اللّٰهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ
الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ

তারা এ জন্য শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি খুশী হয়ে যাও, অতঃপর যদি তোমরা তাদের প্রতি খুশী হও তাহলে আল্লাহতো এমন দুষ্কর্মকারী লোকদের প্রতি খুশী হবেননা। (৯:৯৬)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করলে মুশরিক হয়। আল্লাহ রাসূল ও জিহাদের (দ্বীনের জন্য সর্বাঙ্গক চেপ্টা করা) চেয়ে পিত, সন্তান, ভাই, আত্মীয়স্বজন, সম্পদ, ব্যবসাবাগিজন্য, বাসস্থান অধিক প্রিয় হলে তারা ফাসেক হয়ে যাবে। মুনাফিকরাও ফাসেক। আমরা ফাসেক হতে চাই না। ফাসেক হয়ে মৃত্যুবরণ করতে চাই না।

আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক হেদায়াত দান করুন।

আমীন

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here: <http://www.morningbrightness.fi/>

Click here: <https://www.youtube.com/@morningbrightness603>